ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

ক. উপসংহার :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে এ'দেশে আর্থ -সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তনের ঢেউ অন্দরমহলের ফটক পেরিয়ে অবরোধবাসিনী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্টিজগতকেও প্রভাবিত করেছিল। কাল-সচেতন লেখিকা তাঁর দীর্ঘ প্রায় সত্তর বছরের সাহিত্য -জীবন পরিক্রমায় বিবর্তিত যুগটিকে দেখেছেন, দেখেছেন স্থান ও কাল ভেদে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিও বদলে যায়। সময়ের এই পট -পরিবর্তনের হাত ধরেই লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর নারীমুক্তি চেতনার (Concept) বিবর্তন ঘটেছে।

''কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা? কেন তাদের জীবন কাটে অবরোধের অন্ধকারে''?[১]- এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজে নিতেই একদিন যাত্রা শুরু হয়েছিল লেখিকার, কিন্তু তিনি দেখেছেন যে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এ'দেশের অবরোধবাসিনীরা যত খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, ততই তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিও বিস্তৃত হয়েছে। দু'টি স্বতন্ত্র কালের সংঘাত ও সংশয়কে তিনি দেখেছেন, ফলে এক উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্টি চেতনাকে আলোড়িত করেছে। তিনি লিখেছেন -''প্রথম জীবনে তাদের অবরোধ সমস্যাই আমাকে পীড়িত করতো। ছেলেবেলা থেকে দেখেছিতো সেই বন্ধনগ্রস্ত অবস্থা, এখন সে অবস্থা কেটেছে। এখন আমাকে যা ভাবায় তা হল মনের মধ্যে স্বাধীনতা নামক যে স্বপ্নের জগতটি ছিল, ঠিক তেমনটি কি হচ্ছে?''[২]

আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্টিভুবন এই প্রশ্নেরই উত্তর সন্ধান।

আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যের মূল প্রেক্ষাপট সামন্ততান্ত্রিক পরিবার-আশ্রিত মধ্যবিত্ত জীবন। তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলির অন্দরমহলে, তাঁর নৈর্ব্যক্তিক জীবনদৃষ্টির আলোকে ধরা পড়েছে মানুষের আপাত চৈতন্যের অন্তরালে থাকা নানা বিপরীতমুখী স্রোত। 'জীবনের কারবারী' আশাপূর্ণা, তাঁর কথাসাহিত্যের দর্পণে তুলে ধরতে চেয়েছেন সেই সব অবরোধবাসিনীদের 'হয়ে ওঠা' (becoming)-র কথাছবি, যাদের জীবন বহির্বাস্তব আর অন্তর্বাস্তবের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত।

চলমান জীবনের যে গতি-রহস্য আশাপূর্ণা দেবীর রচনার অভিমুখ রচনা করেছে, তা আমাদের উত্তর আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী কথাসাহিত্যিক জিলিয়্যসু (Gilles Deluze, 1925-1995)এর গতিশীল জীবনতত্ত্ব (becoming women)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩] যদিও এই অবরোধবাসিনী লেখিকা তাঁর প্রান্তিক অবস্থান থেকেই তাঁর নিজস্ব জীবন-উপলব্ধির জগতটি আশ্রয় ক'রে অবরোধবাসিনীদের জীবন-ভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর কাছে

জীবনের সংজ্ঞা হল - ''যেন একটা অজানিত প্রত্যাশা নিয়ে চলা। প্রত্যাশা কি তা জানা নেই। এই চলাটাই জীবন। আর একটা জীবন আছে তার আশ্রয় উপলব্ধির জগৎ, যেটা হচ্ছে মাথার ওপর খোলা আকাশ।''[৪] এই খোলা আকাশের টানেই লেখিকার কলম পাড়ি জমিয়েছে অনন্ত জীবন-রহস্যের সন্ধানে। তাঁর কথাসাহিত্যের ফ্রেমে তিনি ধরতে চেয়েছেন সেই সব অবরোধবাসিনীদের কথা, যারা পুরুষতান্ত্রিক অবরোধের কপাট উন্মোচনের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। যারা 'এক টুকরো আকাশ', কী 'এক ফালি বারান্দা' বা 'একটু খানি খোলা ছাদ'-এর প্রত্যাশার মধ্যে লালন ক'রে গেছে তাদের মুক্তির স্বপ্নবীজ।

'র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিজম'-এর মতো কোনো পশ্চিমী নারীবাদী তত্ত্বের পরাপাঠ আশাপূর্ণা দেবীর নারীমুক্তি চেতনায় কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করেনি, বরং তাঁর সৃষ্ট অবরোধবাসিনীরা পুরুষতান্ত্রিক পরিবার-বিন্যাসের মধ্যে থেকেই অবরোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে মুখর হয়েছে, তার রান্নাঘরের জ্বলন্ত উনুন থেকে সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে লড়াই-এর সমিধ। পাশ্চাত্যের নারীবাদী লেখিকা মেরি ওলস্টোন ক্রাফটের সাড়া জাগানো গ্রন্থ -'এ ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস্ অফ উম্যান' (১৯৭০) না পড়েই নারীমুক্তি চেতনার একটি মাইলফলক তাঁর 'ত্রয়ী' উপন্যাস। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা নয় বছরের বালিকা বধূ সত্যবতী তার শাশুড়ির হাতে কিল খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব চেয়েছে -'তুমি আমাকে মারলে যে'![৫] ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর বিখ্যাত গ্রন্থ -'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (১৮৮৪), যেখানে নারী বুর্জোয়া পরিবারতন্ত্রে ক্রীতদাসীর সঙ্গে উপমিত, সেটি না পড়েই 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের নায়িকা সুবর্ণলতা তার স্বামীর কাছে প্রশ্ন রেখেছে -'সব চাকরীরই তো কিছু না কিছু ছুটি পাওনা হয়, তোমার সংসারে বত্রিশ বছর চাকরী করেছি আমি। ছ'টা মাসও কি ছুটি পাওনা হয়নি আমার'?[৬] ইবসেন-এর 'ডলস্ হাউস' (১৮৭৯) নাটকের নোরা -কে না চিনেই আশাপূর্ণা দেবীর 'দূরের জানালা' উপন্যাসের নায়িকা রমলা তার নিজস্ব সত্তাটি ফিরে পেতেই স্বামীর ঘর ছেড়েছিল, বলেছিল -'' *আমার কাছে সব ঘুচিয়ে শুধু স্বামীর পিছন পিছন ঘুরে রান্না -ভাঁড়ারের জীবনটা 'ঠাট্টার জীবন' বলে মনে হয়।*''[৭]

স্বৈরাচারী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আশাপূর্ণা দেবীকে নারীবাদের কোনো তাত্ত্বিক পাঠ আয়ত্ত করতে হয়নি। নিজস্ব জীবনবোধ থেকেই তিনি দেখিয়েছেন যে তাঁর অবরোধবাসিনী নায়িকারা তাদের প্রবঞ্চনাময় দাম্পত্যের সঙ্গে আপোস করেনি। লেখিকার ভাষায় - ''*তেমন অবস্থা হলে তারা ঘর ছাড়ে অথবা বর ছাড়ে।*''[৮]

তিনি নিজের সময়কাল থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকা লেখিকা, এমনকি পুরুষতন্ত্র নির্ধারিত 'নারীত্ব', 'সতীত্ব' ইত্যাদি প্রথাবদ্ধ সংস্কারগুলিকেও ভেঙে দিয়ে নির্মাণ করেছেন নারীত্বের নতুন সংজ্ঞা। তাঁর কলমে তিনি এমনকি প্রাগ্-বিবাহ প্রেম ('দিনান্তের রঙ') এবং বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমকেও ('উন্মোচন') মর্যাদা দিয়েছেন। বলেছেন -'' *সামাজিক জীবন না ভেঙে ফেলেও অন্যের প্রতি*

ভালোবাসা পুষে রেখে দেওয়া যায়। সেটা গর্হিত নয়। ভালোবাসা এমন মনের গোপনে সংহত হয়েছে, যা জীবন বিধ্বস্ত করে না, পূর্ণতা দেয়।''[৯]

নারীর একক বিবাহ প্রথাকেও জরুরি বলে মনে হয়নি আশাপূর্ণা দেবীর। 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের মাপকাঠিতে তিনি তথাকথিত পাতিব্রত্যের আদর্শটি বিচার করতে চাননি। 'বকুলকথা'-র শম্পা বা 'দিনান্তের রঙ' উপন্যাসের নীতার মতো চরিত্র সৃষ্টি ক'রে তাই দেখিয়েছেন যে, তারা তাদের প্রেমিককে বিয়ে ক'রে তাদের সম্পর্ককে সামাজিক বৈধতার শীলমোহরটি দিতে বাধ্য হয়েছে। শম্পার কথায় -'*ওই লেখালেখির কাগজটুকু সঙ্গে না থাকলে তিষ্ঠোতে দেবে নাকি সংসার।*'[১০] বিবাহ -বিচ্ছেদ আইন পাশ হলে তাকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন -'' *এর অভাবে চিরকাল লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মেয়ে পড়ে পড়ে মার খেয়ে আসছে। নিরুপায়তার শিকার হয়ে তিল তিল করে মরছে। এদের জন্য এ আইনের দরকার ছিল বই কি !*'[১১] 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে মায়ের গ্লানি-জর্জরিত জীবনের সাক্ষী পারুলের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন -''*আমাদের মা বেঁচে থাকতে যদি এ আইনটা চালু হত রে বকুল!*''[১২]

কালের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমাজই যে চৈতন্যের নির্ধারক শক্তি এবং The change is the only constants' এই আপ্ত বাক্যটি মেনে নিতে দ্বিধা করেন নি লেখিকা, কিন্তু জীবনের কিছু মৌল সত্যের অনুভব থেকে তিনি এ'কথাও বলেছেন যে - ''কালকে অবিশ্বাস্য আজকে নিতান্ত সহজ হয়ে ওঠে। তবু মানবিকতার মৌল সত্যগুলি কখনোই মিথ্যা হয়ে যায় না''[১৩] প্রত্যয়ের এই মৌলভূমি থেকেই আশাপূর্ণা দেবী জীবনের চর্যাগত ক্ষেত্রে কিছু চিরন্তন মূল্যবোধের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন, যার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যেও।

যে ভোগবাদী সমাজ বিকারগ্রস্ত জীবনসংস্কৃতির জন্ম দেয়, নারী-স্বাধীনতার নামে জীবনাচরণের যে অসংযম সু-সংহতিকে বিনষ্ট ক'রে দেয়, তাকে 'আধুনিকতা'র ছাড়পত্র দিতে পারেন না লেখিকা, বরং এর জন্য তিনি নারীসমাজের একাংশকেই দায়ী বলে মনে করেন। তিনি বলেন -''*আসক্তির তীব্রতাই তো চিরকাল মেয়েদের মুক্তির অন্তরায়।*''[১৪]

'বকুলকথা'র সত্যভামাদের মধ্যে দিয়ে আমরা সমাজের সেই ধ্বংসের ছবিটিকেই চিনে নিতে পারি। জীবনের কিছু শাশ্বত মূল্যবোধকে সত্যের মাপকাঠিতে যাচাই ক'রে নিতে চেয়েছিলেন লেখিকা। বলেছিলেন -''*মানুষের কিছু মৌল আদর্শের পরিবর্তন ঘটে না। যেমন ক্ষমা, ত্যাগ, মানবিকতাবোধ, জীবনের প্রতি নিষ্ঠা, সমাজের কাছে, সাহিত্যের কাছে, এ আদর্শের প্রত্যাশা চিরদিনই থাকবে।*''[১৫]

এই সাহিত্যিক দায়বদ্ধতা থেকেই লেখিকা আশাপুর্ণা তাঁর কথাসাহিত্যে পুরুষতন্ত্রী দাম্পত্যের শৃঙ্খল থেকে অবরোধবাসিনীদের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক মনন-যন্ত্রণার শিকার হ'য়ে যখন তারা কেবল আত্ম-প্রিয়তার কারণেই দাম্পত্যের নিগড় কেটে বাইরে বেরিয়ে

আসতে চেয়েছে, তাদের অসহিষ্ণু জীবনবোধ উত্তরসূরিদের জীবনকেও ক'রে তুলছে অভিশপ্ত, তখন মানবিক সভ্যতার এই দানবিক রূপ দেখে বিরক্ত ক্ষুব্ধ লেখিকা 'বকুলকথা'র পারুলের চিঠিতে লিখেছেন -''*আমরা কি মেয়েদের এই স্বাধীনতারই স্বপ্ন দেখেছিলাম? .... এ যুগ কি ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে এদেশেও সেই একটা হতভাগ্য জাতি সৃষ্টি করলো? .... যে হতভাগ্যরা শিশুকালে, বাল্যকালে তাদের জীবনের পরম আশ্রয় হারিয়ে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় কঠিন হয়ে উঠবে, উচ্ছৃঙ্খল হবে, স্বেচ্ছাচারী হবে*?''[১৬]

অবরোধবাসিনীদের এক সুস্থিত জীবনে উত্তরণের ছবিটি দেখতে চেয়েছিলেন লেখিকা, চেয়েছিলেন শিক্ষার্জিত জ্ঞানে আলোকপ্রাপ্ত সেই নারী সমাজটিকে দেখতে, যারা কেবল মননের বৈদগ্ধ্যে নয়, মুক্ত চিন্তার আলোকে উজ্জ্বল। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে সুবর্ণ তার মায়ের কাছ থেকে সেই শিক্ষারই বীজমন্ত্র পেয়েছিল, যাকে সে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছিল নিজের আত্মজাদের মধ্যেও; বলেছিল - ''*বিদ্যেই হচ্ছে আসল বুঝলি? মেয়ে মানুষের বিদ্যে -বুদ্ধি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা। -- তাই তাদের সবাই হেনস্থা করে*।''[১৭]

নিজে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে অস্বীকার করেন নি লেখিকা, তাই তিনি দেখিয়েছেন যে, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সুহাস, 'বকুলকথা'-র অনামিকা দেবী, 'মিত্তির বাড়ি'-র সুরেখা প্রমুখের মতো অবরোধবাসিনীরা সেই শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হয়েই, পুরুষতান্ত্রিক অবরোধের উজান ঠেলে এগিয়ে চলার শক্তি পেয়েছে। লেখিকার ভাষায় - '' *নিজের অর্জিত শিক্ষাকে অনুসরণ করে, সংযত ভাবে পা ফেলাই তো প্রকৃত স্বাধীনতা*।''[১৮]

নারীমুক্তির ক্ষেত্রে অর্থকরী শিক্ষার ভূমিকাকেও অস্বীকার করেন নি লেখিকা, কারণ তাঁর নিজের সময়কালে অবরোধবাসিনী নারীদের পরাশ্রয়ী জীবনের গ্লানিকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি, তাই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনকেই তাঁর কাছে নারীমুক্তির সহায়ক ব'লে মনে হয়েছে। তিনি বলেছিলেন - '' *সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটাই অপমানের পঙ্ককুন্ডে পড়ে ছটফটাচ্ছে। কারণ, তারা রোজগার করেনা, তাই অপরের ভাত খায়*।''[১৯] একালের শিক্ষিত নারীসমাজ যখন 'হাঁড়ি ঠেলা'র পাশাপাশি, সংসারে 'হাঁড়ি চড়ানো'র মতো তার অর্থকরী ভূমিকাটি পালন করছে, তখন সেই আলোকিত নারীসমাজকে স্বাগত জানিয়ে আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন - ''*সামর্থ্য থাকতে মেয়েরা কেন পরনির্ভরশীলতার গ্লানি বহন করবে? যুগ যুগ ধরে এ গ্লানি তারা বহন করে এসেছে অবরোধের অবমাননার মধ্যে, কিন্তু আর নয়। স্বাবলম্বনের প্রশ্ন কেবলমাত্র প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে আত্ম -মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত*।''[২০]

আশাপূর্ণা দেবীর কাছে নারীমুক্তি কখনোই পুরুষ বিদ্বেষের সমার্থক হ'য়ে ওঠেনি, লিঙ্গ বিভাজন -নীতির উর্ধ্বে তিনি পুরুষ সমাজকে নারী-মুক্তি আন্দোলনের সহায়ক শক্তি রূপে দেখেছেন। তাই, ভবতোষ মাস্টার ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), সনৎকাকা ('বকুল কথা') বা শ্রীকুমারবাবু ('মিত্তির

বাড়ি') -র মতো পুরুষ চরিত্রগুলি সৃষ্টি করতে পেরেছেন। যাদের আশ্রয়ই অবরোধবাসিনীদের পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যুগিয়েছে।

আর এইখানেই আশাপূর্ণা দেবী যতখানি নারীবাদী তার চেয়েও অনেক বেশি মানবতাবাদী। নারীমুক্তির প্রশ্নে লেখিকা তাদের ভূমিকাটিও স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন; লিখেছেন -''*ভূমিকার এই বদল নারীকে যথার্থ মুক্তির স্বাদ দিতে পারছে না, ঘাটতি যে কোনখানে, সেটাই ভাববার। সমাজ এখনো পুরুষশাসিত বলে দায় এড়াবার চেষ্টাটা বোধহয় ঠিক নয়।*''[২১]

প্রকৃতপক্ষে নারীমুক্তি বলতে লেখিকা বুঝিয়েছেন, সবচেয়ে আগে অবরোধবাসিনীদের নিজের মনের অবরোধ থেকে মুক্তি। তিনি বলেছেন - '' *যেখানে নিজের মধ্যে ত্যাগ আছে, যেখানে আসক্তির মুক্তি, যেখানে মেয়েদের নিজেদের সেই ছোট ছোট দুর্বলতা, ছোট ছোট মেয়েলীপনা নিয়ে দুঃখ পাওয়া, সেইগুলো থেকে মুক্তি হলেই নারীমুক্তি।*''[২২] আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্টিভুবন তাই নিঃসন্দেহে এক সাহিত্যিক উড়ান!

শৈল্পিক তাৎপর্য ঃ

শৈল্পিক ভাবনার নিজস্বতাই আশাপূর্ণা দেবীর রচনার অন্তর্বুননে বিশ্বটিকে চিনিয়ে দেয়। 'বচন' এবং 'বয়ান'কে তিনি যেভাবে তাঁর কথাসাহিত্যের প্লটের অন্তর্বুননে গেঁথে তোলেন, তার মধ্যে দিয়েই আশাপূর্ণা দেবীর ভাষাভঙ্গির নিজস্বতাকে চিনে নেওয়া যায়। পাঠক মহলে বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেকালের বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের একাংশ 'হাঁড়ি - হেঁসেলের লেখিকা' বলে তাঁর অবমূল্যায়ন করেছেন, কিন্তু বহমান কালের প্রেক্ষাপটে তিনি নিজস্ব কথনশৈলীর কুশলতায় যেভাবে নেতিবাক্য, প্রশ্নবাক্য বা বিবৃতিমূলক বাক্যের আঙ্গিকে জীবনের চলমান ভাষ্যটি রচনা করেছেন, তা লেখিকার আঙ্গিক-কুশলতারই সাক্ষ্য দেয়।

সেকালের পত্র -পত্রিকার এবং ক্রমবর্ধমান পাঠক সমাজের চাহিদার চাপে, বাণিজ্যিক তাগিদে প্রচুর সংখ্যায় লেখালেখির ফলে হয়তো লেখিকার সব রচনাই শিল্পোৎকর্ষ অর্জন করেনি, লেখিকা নিজেও 'বকুলকথা' উপন্যাসে তাঁর দ্বিতীয় সত্তা অনামিকা দেবীর কলমে প্রকারান্তরে তা স্বীকার করেছেন-''যা হোক কিছু দাও - এই 'যা হোক'-এর দাবী মেটাতে গিয়ে কলমও চালাক হ'য়ে উঠতে চায়, 'যা হোক' তাই দিয়েই সারতে চায়''[২৩]। লক্ষণীয় যে, এখানে শিল্প - সচেতন লেখিকা উপন্যাসের প্লটের গঠনগত পরম্পরাটি ভেঙে দিয়ে পাঠকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, ফলে 'বিষয়' এবং 'বিষয়ী' এক হ'য়ে গেছে, এইখানেই আশাপূর্ণা দেবীর রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্য।

সব শেষে বলা যায় যে, কালগত বিচারের প্রেক্ষিতে আশাপূর্ণা দেবীর রচনাগুলির সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। কারণ একজন অবরোধবাসিনী লেখিকা তাঁর নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে থেকেও প্রগতিশীল

চেতনার আলোকে যেভাবে অবরোধবাসিনীদের 'অবরোধ' এবং 'মুক্তি'র নির্দেশিকা (Index) রচনা করেছেন, আজকের একবিংশ শতাব্দীতেও তার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না।

শতাব্দী-অতিক্রান্তী লেখিকা নিজে স্বপ্ন দেখেছেন এবং আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই কালের -'যেদিন পাথরের দেয়ালে মাথা কুটে মরা মেয়েরা যদি ঐ পাথরের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পায়, যদি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে পায়, যদি বৃহৎ বিশ্বের কর্মযজ্ঞে শরিক হতে চায় আর জগতের আনন্দ -যজ্ঞেও তাদের নিমন্ত্রণ জোটে, কি অনির্বচনীয় হবে সেই দৃশ্য; কেমন মহিমাময় হয়ে উঠবে আমাদের পুরানো পচা সমাজ।[২৪]

আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য তাই আজকের এই আত্মক্ষয়ী সভ্যতার তমিস্রাঘন অবরোধ থেকে উত্তরণেরই আলোক দর্শন।

---- ৪৩৫ ----

উল্লেখপঞ্জি

১. দ্র. 'আমার সাহিত্য চিন্তা'/ আশাপূর্ণা দেবী / 'আর এক আশাপূর্ণা'/সুশান্ত গুপ্ত ও নূপুর গুপ্ত সম্পাদিত/মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৪/পৃঃ-২০।

২. 'ঘরই আমার পৃথিবী' : আশাপূর্ণা দেবী/সাক্ষাৎকার/সাক্ষাৎকার গ্রহণ : চিত্রা দেব/ 'দেশ' / সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত/২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

৩. দ্র. "Women and becoming woman : Deleuze and Feminism' by Anupa Batra / Cambridge Scholars Publishing/ 2011

৪. দ্র. 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ'/ লেখিকার দৌহিত্র শুভাশিস কুমার রায়ের স্মৃতিচারণ/ আশাপূর্ণা দেবী শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ / ১ম সংস্করণ / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ / কলকাতা, ১৪১৬/পৃ ঃ -১০৪।

৫. দ্র. 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' / 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' / অষ্টম খন্ড / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/ পৃঃ-১৫০।

৬. দ্র. 'সুবর্ণলতা' / 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' / নবম খন্ড / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ / পৃঃ-৫৫৪।

৭. দ্র. 'দূরের জানালা'/ 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' / সপ্তম খন্ড/ ১৩৭৮ / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ / পৃঃ-৩৪৬।

৮. দ্র. 'সমাজ ও সাহিত্য'/ 'আর এক আশাপূর্ণা' / পূর্বোক্ত / পৃঃ-১৭।

৯. দ্র. 'রবিবাসরীয়' / 'আনন্দবাজার পত্রিকা ' /২রা ডিসেম্বর, ১৯৯০ / পৃঃ ১৭।

১০. দ্র. 'বকুলকথা' / 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' / দশম খন্ড / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ/প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩ /পৃঃ-২৫১।

১১. দ্র. 'শুধু আইন প্রণয়নেই সমস্যার সমাধান হয় না'/আশাপূর্ণা দেবী/'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী'/ চতুর্থ খন্ড /দ্বিতীয় সংস্করণ / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ / ২০০২ / পৃঃ- ৮০২।

১২. দ্র. 'বকুলকথা' / পূর্বোক্ত /পৃঃ-২৪৫।

১৩. দ্র. 'সাহিত্যে অবিনশ্বরতা'/আশাপূর্ণা দেবী /'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' / চতুর্থ খন্ড /দ্বিতীয় সংস্করণ / পৃঃ- ৮২।

১৪. দ্র. 'দিগভ্রষ্ট'/আশাপূর্ণা দেবী / 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' / চতুর্থ খন্ড /পূর্বোক্ত / পৃঃ- ৮১৭।

১৫. দ্র. 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এ আশাপূর্ণা দেবীর প্রদত্ত ভাষণ / জামশেদপুর, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩/ 'আর এক আশাপূর্ণা' গ্রন্থে সংকলিত / পৃঃ- ১৫১।

১৬. দ্র. 'বকুলকথা' / আশাপূর্ণা দেবী / পূর্বোক্ত /পৃঃ-২৪৩।

১৭. দ্র. 'সুবর্ণলতা' / আশাপূর্ণা দেবী / পূর্বোক্ত /পৃঃ-৪৭২।

১৮. দ্র. আশাপূর্ণা দেবীর সাক্ষাৎকার / সাক্ষাৎকার গ্রহণ : কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়/'মহিলা জগৎ' / 'দৈনিক বসুমতী' / ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৩ / ['কোরক' পত্রিকার বইমেলা সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত / তাপস ভৌমিক সম্পাদিত / ২০১৫ / পৃ ঃ-২৩২।]

১৯. দ্র. 'সুবর্ণলতা' / আশাপূর্ণা দেবী / পূর্বোক্ত /পৃঃ-৫৩৫।

২০. দ্র. 'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও মহিলাদের স্বাবলম্বন'/ আশাপূর্ণা দেবী / 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' / চতুর্থ খন্ড / পূর্বোক্ত /পৃঃ-৭৯৪।

২১. দ্র. আশাপূর্ণা দেবীর সাক্ষাৎকার / সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সেবন্তী ঘোষ / 'নন্দন' / মার্চ, ১৯৯৪ / ['কোরক' পত্রিকার বইমেলা সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত / পৃ ঃ-২২৪।]

২২. দ্র. সাক্ষাৎকার/ সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সোমনাথ মুখোপাধ্যায় / 'আমরা মেয়েরা' /দৈনিক 'বর্তমান' / ৯ই জুলাই, ১৯৯৪/ ['কোরক' পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত ও সংকলিত / পৃ ঃ-২৩৩।]

২৩. দ্র. 'বকুলকথা' / আশাপূর্ণা দেবী / পূর্বোক্ত /পৃঃ-২৫৪।

২৪. দ্র. 'দিগভ্রষ্ট'/ 'আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী' / চতুর্থ খন্ড /পূর্বোক্ত / পৃঃ- ৮১২।

------- ৪০৫ -------